নতুন বছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বদেশ ভাবনা...

শাহ্‌জাহান চঞ্চল

দিনে সূর্য উঠে, সূর্য ডোবে। কখনো জোছনা, কখনো অন্ধকার নিয়ে মগ্ন থাকে রাত। এইভাবেই মুহূর্ত পার হয়, পার হয় মিনিট,ঘন্টা। চব্বিশ ঘন্টায় দিন। এরপর মাস, বছর। বছর শেষে নতুন বছর। আবার শুরু– মুহূর্ত, মিনিট, ঘন্টা, মাস, বছর। এইভাবেই চক্রাকারে ঘোরা। আসলে সময় কি পাল্টায় ? মাস, বছর কি নতুন হয় ? নাকি পাল্টায় মানুষের মন, অবস্থান আর পরিবেশের রূপ ? চিরপুরাতন সময়কেই মানুষ নতুন বছর, নতুন যুগ,নতুন শতাব্দীর ব্যানারে সাজায়। সেই আদিম যুগে পাথর ঘষে আগুন জ্বালানো মানুষ আর আজকের আধুনিক সভ্যতার মানুষের মনের গতিধারা কি এক ? পাথরেরর ফলা দিয়ে যে মানুষ একদিন শিকার করতো সে মানুষ আজকে হাতের মুঠোয় নিয়েছে প্রযুক্তির সফল সব কৌশল। তাবৎ পৃথিবীকে বন্দি করেছে মুঠোফোনের ভিতর। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মানব জাতির কাছে প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত হয়েছে নতুন নতুন অনেক কিছু। যা পুরাতন তাকেও মানুষ সাজিয়ে নিয়েছে নতুন করে। নতুন বছর পুরনো সময়েরই নতুন সংস্করণ। পুরাতনের মাঝে নতুন কোলাহল। তবে পৃথিবীর সব মানুষ কিন্তু একটি মাত্র নতুন বছর পালন করে না। জাতিভেদে, দেশ ভেদে নতুন বছর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শুরু হয়।

হিজরি সনে নতুন বছর শুরু হয় মহরম মাসে। কিন্তু এই মাসটিতে রয়েছে কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার ইতিহাস। কাজেই মুসলমানদের কাছে নতুন বছরের নতুন মাসটি আনন্দের কোন স্রোতস্বিনী নয়। ইরানে নতুন সালের উৎসব " নওরোজ।" চীন দেশেও ঘটা করে পালন করা হয় তাঁদের নিজস্ব নামের নতুন বছর। বাংলাদেশের মানুষ পহেলা বৈশাখে স্বাগত জানায় তাঁদের বাংলা নববর্ষকে আপন ঐতিহ্যের মাধুরী মিশিয়ে। দেশে দেশে নানা জাতি ,নানাভাবে , ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্বাগত জানায় তাঁদের নিজস্ব ঐতিহ্য ইতিহাসের সাথে জড়িত নতুন বছরকে। তবে সারা পৃথিবী জুড়ে যে নতুন সালটি ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে এবং বলতে গেলে পৃথিবীর তাবৎ দেশগুলিই পালন করে তাহলো খ্রিস্ট সাল বা ঈশায়ী সাল । যাকে আমরা ইংরেজি সাল হিসেবে বলে থাকি। এই সালটি পালনে সারা পৃথিবীর মানুষ হয় উন্মাতাল। আনন্দের বাধ ভাঙাগা জোয়ার নামে পৃথিবীর আনাচে, কানাচে। সেই আনন্দের রূপ প্রকাশটি নানা ক্ষেত্রে অবশ্য প্রশ্নবিদ্ধ। তবু এই সালকে ঘিরে শত প্রার্থনা, স্বপ্ন আর শুভেচ্ছার পাহাড় গড়ে উঠে। আমাদের সামনে অগত খ্রিস্ট সাল ২০১০। আমাদের দেশেও এই খ্রিস্ট সালটি পালন করা হবে। শুভেচ্ছা বিনিময় হবে। স্বপ্ন এবং প্রার্থনার কথা বলা হবে। দেশ গড়ার নতুন বাণী শোনাবেন আমাদের দেশের গঠিত,পতিত,এবং উত্থিত সকল কর্ণধারগণ।

দেশ ছেড়ে যারা প্রবাসে আছেন তাঁরাও এই দিনে মনের কোনে রাখবেন স্বজন পরিজনের ভাবনার পাশাপাশি স্বদেশ ভাবনা। নতুন বছরে প্রবাসীদের দেশ ভাবনা জানার অভিপ্রায়ে হাজির হয়েছিলাম বেশ কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশীর কাছে। এঁদের অবস্থান পৃথিবীর নানা দেশে । সশরীরে, টেলিফোনে এবং ই-মেইলে আমারা যোগাযোগ করেছি এঁদের সাথে। আমাদের নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন ছিল। সেই প্রশ্নের সীমারেখাতেই নতুন বছরে স্বদেশ নিয়ে ভাবনার উত্তর সাজিয়েছেন তাঁরা। আমাদের প্রশ্ন ছিল-----

ক. নতুন বছরে বাংলাদেশকে কিভাবে দেখতে চান ?

খ. এ চাওয়া পাওয়াকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রবাসীরা কি অবদান রাখতে পারেন।

গ. দেশের সরকার, বিরোধি দল এবং রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে কি কর্মকান্ড আশা করেন ?

ঘ. ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সত্যিকারভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমরা প্রবাসীরা কি ভূমিকা রাখতে পারি ?

করীম রেজা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। চাকুরি সূত্রে অবস্থান করছেন সৌদি আরবে। রিয়াদস্থ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এ্যান্ড কলেজের ইংরেজি শাখার বাংলা বিভাগের প্রধান। সাহিত্য চর্চা করেন। মূলত কবিতায় তাঁর পদচারণা। পাশাপাশি নিবন্ধ,প্রবন্ধকেও ডেকে নেনে। আমাদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন-

ক. শুধু নতুন বছরে কেন,প্রতিনদিনই দেখতে চাই বাংলাদেশ সমৃদ্ধির পতাকা হাতে এগিয়ে যাচ্ছে। সুখের পায়রা উড়ছে সবুজ ফসলের মাঠ জুড়ে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনায় বইছে গণতন্ত্রের সুবাতাস, অসাম্প্রদায়িক চেতনা। শোষণ অত্যাচারের জিঞ্জির নেই আর কোথাও। চাঁদাবাজি নেই, গলা বাজি নেই। দেশ গড়ার কাজে মিলে মিশে সবাই রয়েছে ব্যাপৃত।

খ. প্রবাসীরা অনেক বড় অবদান না রাখতে পারলেও তাঁদের অবদান রাখার মাত্রাটা একেবারে ছোট হওয়ার কথা নয়। নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ বৈধ চ্যানেলে দেশে প্রেরণ করে তাঁরা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডারকে করে দিতে পারে স্ফীত, উন্নয়নের গতি ধরাকে রাখতে পারে সচল। এ ছাড়া একজন প্রবাসী বাংলাদেশকে অন্যদেশে করতে পারে সুপরিচিত। তাঁর কর্ম, মেধা এবং যোগ্যতা দিয়ে উজ্জ্বল করতে আপন দেশের ভাবমূর্তি।

গ. প্রথমেই তাঁদের কাছে চাই ঐক্য, ঐক্য এবং ঐক্য মিলেমিশে থাকার। জনগণ কি চায় এটা অনুধাবন করার কান এবং মন থাকা চাই তাঁদের। জনগণের নাম ভাঙ্গিয়ে কোন পক্ষই যাতে আপন স্বার্থসিদ্ধির পথ না খোঁজে আর। দেশ প্রেমের পরিশুদ্ধ মন্ত্রে তাঁরা যেন হন দেশের কল্যাণময় কর্ণধার।
ঘ. আসলে এই প্রশ্নটির একাংশের উত্তর পাওয়া যাবে “খ” প্রশ্নের জবাবের ভিতর। এর পাশে আরেকটু সংযোজন করা যায় । যেহেতু ডিজিটাল কথাটি প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত সেক্ষেত্রে একজন প্রবাসী স্বভাবতই বসবাসরত উন্নত দেশের প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং সেই অর্জিত প্রযুক্তি জ্ঞানকে স্বদেশের কল্যাণে সম্প্রদান করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় আরেক ধাপ অবদান রাখতে পারবে।

ইলা মজিদ। একজন গৃহিণী। স্বামীর চাকুরি সূত্রে অবস্থান করছেন সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের আলখোবারে। স্বামী মোঃ সফিউলাহ এফসিএ, চাকুরি করেন একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীতে, অর্থনৈতিক বিভাগের ব্যাপস্থাপক হিসেবে। ইলা মজিদ একজন লেখিকা। গল্প লিখেন। সাথে নিবন্ধ, প্রবন্ধ। প্রকাশ হয়েছে কয়েকটি গ্রন্থ। প্রবাসে অবস্থান করলেও এই লেখিকার মন পড়ে থাকে স্বদেশের গেরুয়া চাতালে। প্রতিদিন চোখের ভাঁজে ডেকে আনেন টাপুর টুপুর স্বদেশের স্মৃতি। তিনি আমাদের প্রশ্নের যে উত্তর দেন তা নিম্নরূপ।
ক. বাংলাদেশকে কিভাবে দেখতে চাই প্রশ্নটি কি আলোড়নের ঝড় তুললো মনের মধ্যে বোঝাতে পারবো আপনাকে। দেশকেতো দেখতে চাই মহিয়ষী এক মায়ের মতো। সাফল্য গাঁথায় যার জমিন থাকবে জামদানির মতো কারুময়। সততায়, মেধায়, মহানুভবতায় যার সন্তানেরা থাকবে অনন্য। যে দেশে চাঁদ জোছনায় মানুষ হেঁটে যেতে পারবে নিরাপদ। যে দেশে গোলায় ধান থাকবে, গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ । সেই দেশে চাই আমি, সেই দেশ চাই। আর চাই সবারে মনে দেশকে ভালবাসার ঐক্যময় গান।
খ. দেশ গড়ায় প্রবাসীদের অবদান অনস্বীকার্য। একজন প্রবাসী নানাভাবে দেশকে করতে পারে সমৃদ্ধ। তাঁর অর্জিত অর্থ দেশে পাঠিয়ে , প্রবাসে অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং মেধাকে স্বদেশের কাজে লাগিয়ে এবং সর্বোপরী দেশকে ভালবেসে দেশের সকল মঙ্গল কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখে।
গ. সরকার, বিরোধি দল, রাজনীতিবিদদের কাছে প্রত্যাশা করি শান্তির। দেশতো আমাদের সকলের, কাজেই একে অপরকে হটানোর নামে দেশে অরাজকতা দেখতে চাইনা তাঁদের কর্মকান্ডে। এক অপরকে দোষারোপ করার ঋণাত্মক সংস্কৃতির বিলুপ্তি দেখতে চাই। দেশের মানুষের অধিকার সম্পর্কে উপর্যুক্তদের আরা বেশি সচেতন দেখতে চাই।
ঘ. একটি দেশকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে হয় প্রথম। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে একথাতো আরো বেশি প্রযোজ্য। সেক্ষেত্রে প্রথমেই প্রবাসীরা নিজেদের মধ্যে ইস্পাত এক্য তৈরি করে সম্মিলিত শক্তিকে নিয়োজিত করতে পারে দেশের কল্যাণে। ২০১০ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় প্রবাসীরা তাঁদের লব্ধ প্রযুক্তি জ্ঞান এবং দেশ প্রেম দিয়ে ভূমিকা রাখতে পারে।

আব্দুল মজিদ বুলু। চাকুরি করেন সৌদি রাজ পরিবারে। পঁচিশ বছরেরও অধিক বসবাস প্রবাসে। ইতিহাস নিয়ে লেখালেখি করেনে। প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ। দেশ নিয়ে ভাবেন। স্বদেশের নানা স্মৃতি বাবুই পাখির বাসার মতো দোলে তাঁর চোখের তারায়। তিনি আমাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন-
ক. দেশ নিয়ে নতুন বছরে কি ভাবছি, তাঁর চেয়ে বড় কথা দেশ নিয়ে সারা বছর ধরে কি ভাবছি। দেশ নিয়ে ভেবে ভেবেইতো এতটা বয়স পার করে দিলাম। কিন্তু লাভ হলো কি। এখন আমরা দেশকে নিয়ে ভাববার আগে রাজনীতিবিদদের কাছে জানতে চাই সত্যি সত্যি বলুন আপনারা দেশকে নিয়ে কি ভাবেন। আপনারা আমাদের কোন গন্তব্যে নিয়ে যেতে চান? এর সত্যি উত্তর পেলেই কেবল মাত্র দেশকে নিয়ে ভাবা যায় আবার। বারবারতো আমরা দেশের কথা ভেবেই ভোট দেই, মত দেই। কিন্তু আমাদের স্বপ্ন পূরণ হয় কোথায় ? দলীয় স্বার্থ আর নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে সবাই বারবার। কলতলার ঝগড়া শেষ হয় না আর। এবার আবার দেখছি স্বপ্ন। কিন্তু কান্ডারিরা তরী কি নিয়ে যেতে পারবে গন্তব্যের সীমানায়?

খ. প্রবাসীরা যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। দেশের সমৃদ্ধি অর্জনে প্রবাসদের পাঠানো অর্থ বিরাট ভূমিকা রাখে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রবাসীর উচিত হবে বৈধ চ্যানেলে দেশে অর্থ প্রেরণ। আমি ব্যক্তিগতভাবে ব্যাংকিং চ্যানেল ছাড়া টাকা পাঠাই না। প্রবাসীরা বিদেশে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির বাজার সৃষিটতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। আর সততা, কর্ম দক্ষতা দিয়ে দেশের জন্য বয়ে আনতে পারে সম্মান।
গ. তাঁদের কাছ থেকে একেবারে নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক কর্মকান্ড আশা করি। যেহেতু তাঁরা আমাদের গণতন্ত্র সংরক্ষণ করবেন বলে উচ্চ স্বরে বলেন, কাজেই তাঁদেরই গণতান্ত্রিক হতে হবে প্রথম। রাজনৈতিক শিষ্ঠাচার বর্জিত তাঁদের আচরণ পাল্টাতে হবে। কাজ দিয়ে দেশ প্রেমের প্রমাণ দিতে হবে, কথা দিয়ে নয়। জনগণের নামে হরতাল ডেকে দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজানো ছাড়তে হবে। পাশাপাশি হরতাল প্রতিরোধের নামে বাসের মধ্যে আগুন দিয়ে জনগণ মারার পুরনো কৌশলগুলোও যাতে আর নতুন করে না আসে সেই মানবিক চেতনা বোধ জাগ্রত করতে হবে। উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে না চাপিয়ে নিজেদের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে নিতে হবে। বুঝতে হবে জনগণ কি চায় । ব্যস এইটুকু হলেই আপাতত যথেষ্ঠ। আর আরকি চাই তা পরে দেখা যাবে।
ঘ. এক্ষেত্রে প্রবাসীরা তাঁদের অর্জিত অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি জ্ঞান এবং অর্থ স্বদেশে বিনিয়োগ করে এই স্বপ্নকে এক ধাপ এগিয়ে দিতে পারে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে দেশপ্রেম এবং প্রযুক্তি জ্ঞানের সমন্বয় করতে হবে। অনেক প্রবাসীর মধ্যে এই গুণ দুটি আছে। আমরা তা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারি।

জুলি রহমান। বাস করেন সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে । সুদূর আমেরিকাতে। স্থায়ী ইমিগ্রান্ট সেখানে। স্বামী প্রকৌশলী ফজলুর রহমান। জুলি নিজেও একটি পার্ট টাইম জব করেন। সুদূর আমেরিকাতে বসেও বাংলা ভাষা আর বাংলাদেশকে ধরে রেখেছেন অতি আপন করে। বাংলা ভাষাতে সাহিত্য চর্চা করেন। কবিতা লিখেন বেশি। গল্প তাঁর সাথে। বাংলাদেশের কয়েকটি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কাব্য এবং গল্প গ্রন্থ। জুলিকে যখন আমরা জিজ্ঞেস করি আমাদের জানতে চাওয়া বিষয়ে। কিছুটা সময় টেলিফোন ধরে থাকেন জুলি। কান্নার আওয়াজের মতো শব্দ পাই টেলিফোনে। কাঁদছিলেন জুলি রহমান। সত্যি সত্যি কাঁদছিলেন দেশের কথা মনে করে। দেশকে নিয়ে একজন প্রবাসীর আবেগ এমনিতরোই। শান্ত হয়ে জুলি রহমান আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন।
ক. বাংলাদেশ নামটা শুনলেই স্রোত সৃষ্টি হয় মনের ভিতর। মাছরাঙার মতো সুন্দর সেই দেশকে নতুন বছরে কেমন দেখতে চাই। রূপসী বধূর মতো দেখতে চাই। যে বধূর চোখ ভরা স্বপ্ন আছে। হাতে প্রাচুর্য্যের সোনার কংকন। চুল ভরা শন্তির মেঘ। শাড়ির আচঁলে বাঁধা চাবির গোছা , বিশ্বাসের। হাঁড়িভরা তাঁর সুখের পান্তাভাত। নদীভরা মাছ , পদ্মায় চকচকে ইলিশ।
খ. এ চাওয়াকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রবাসীরা প্রথমেই দিতে পারে তাঁদের নির্ভেজাল প্রেম। দেশের জন্য কাজ করার উদ্যম। তাঁর সাথে দেশে বিনিয়োগ করতে পারে তাঁদের অর্জিত অর্থ। দেশের আর্থিক বুনিয়াদকে প্রবাসীরা করতে পারে আরো মজবুত।
গ. দেশের রাজনীতি সংশিষ্ট সবার কাছে প্রত্যাশা দেশের অকল্যাণকর সব কিছু থেকে বিরত থাকবেন তাঁরা। যে দেশের মাটি একদিন তাঁদের পরম যত্নে শেষ আশ্রয় দিবে সেই দেশের মাটি ও মানুষের জন্য তাঁরা তাঁদের ঋণের কিছু অংশ হলেও পূরণ করে যাবেন। সুস্থ রাজনৈতিক চর্চা চাই তাঁদের কাছে। চাই গঠনমূলক কথা। দেশ প্রেমের বুলি নয়, চাই দেশ প্রেমের পক্ষের কাজ। পণের কোটি মানুষের দেশ পরিচালনার জন্য তাঁদের জ্ঞানের সীমাকে বাড়াতে হবে আরো।
ঘ. ২০২১ সাল খুব বেশি দূরে নয়। কেননা সময় পার হয় খুব দ্রুত। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সত্যিকার ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করতে হলে উদ্যেমী হতে হবে আরো । প্রবাসীরা নানাভাবেই রাখতে পারে ভূমিকা। তাঁদের প্রযুক্তি জ্ঞান, দক্ষতা আর মেধা দিয়ে এ ক্ষেত্রে দেশকে করতে পারে উপকৃত। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো দেশের জন্য মায়া থাকা চাই সকল প্রবাসীর।

মাহমুদ হাসান থাকেন ভিয়েনাতে। চাকুরি করছেন। স্বদেশের কথা খুব মনে পড়ে তাঁর। নিজে কবি নন। কিন্তু দেশের রূপচিত্র যখন স্মৃতি থেকে ডেকে আনেন তখন কাব্যিক হয়ে যান তিনি। বৃষ্টির রিমঝিশ শব্দ শুনতে পান তখন কানের ভিতর। সবুজ হয়ে যায় তাঁর অবুঝ মন। মায়ের মুখটি পাশে এসে দাঁড়ায়। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন-
ক. দেশতো আমার মায়ের মতো। মাকে কেমন দেখতে চায় মানুষ ? আমি ঠিক তেমনি দেখতে চাই। আমি দেখতে চাই সুখ আর সমৃদ্ধির এক মুগ্ধকর বাংলাদেশ।
খ. এ চাওয়াকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রবাসীরাতো তাঁদের দায়িত্ব নীরবে করেই যাচ্ছে। তাঁরা তাঁদের উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাখছে সহায়ক ভূমিকা। প্রবাসীরা প্রস্তুত দেশের ডাকে কাজ করার জন্য। প্রবাসীরা

দেশ থেকে দূরে থেকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারছে দেশপ্রেমকে। একটা বোধ এখন তাড়িত করছে তাঁদের দেশের জন্য নিবেদিত হতে। এই তাড়নাতেই প্রবাসীরা দেশের জন্য ভাল কিছু করতে পারবে।

গ. দেশের সরকার, বিরোধি দল এবং রাজনীতিবিদদের কাছে আশা করি দেশের জন্য মংগল হবে এমন কর্মকান্ড। নতুন বছরে তাঁদের জন্য প্রার্থনা মহান রাব্বুল আলামীন যেন দেশকে গড়ে তোলার তৌফিক দান করেন তাঁদের। সকল রাজনীতিবিদদের মন থেকে তুলে নেন হিংসা আর বিদ্বেষের কালো থলিটা। তাঁদের মুখ থেকে যেন বের হয় সদা সত্য কথা। এখন নতুন করে দেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছি। আবার যেন রাজনীতিরবিদদের কাছ থেকে দেশের মানুষ বিমুখ না হয়।

ঘ. ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রবাসীরা নানামুখী ভূমিকা রাখতে পারে। সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে তাঁদের প্রযুক্তি লব্ধ জ্ঞান দেশের কল্যাণে ব্যয় করে।

মোহাম্মদ শহীদুলাহ । চাকুরি করছেন সিঙ্গাপুরে। দেশ তাঁর মননে, মগজে সারাক্ষণ। দেশেই কিছু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাধ্য হয়েই প্রবাসে এসেছেন। তিনি আমাদের প্রশ্নের জবাবে বলেন।

ক. দেশকে ভালবাসি। দেশ ছেড়ে প্রবাসে আশার কোন ভাবনাই ছিল না। কর্ম সংস্থানের প্রয়োজনেই দেশ ছাড়তে হয়েছে। নতুন বছরে দেখতে চাই বাংলাদেশেই প্রচুর খাত তৈরি হয়েছে নতুন কর্ম সংস্থানের জন্য। প্রবাসের কঠিন জায়গায় কেঁদে কেঁদে রাত পার করতে হবে না কোন বাংলাদেশের সন্তানকে এমন ভাবনাই ভাবি। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা সবাই নতুন বছরে সুস্থ রাজনীতি করবে. দেশকে ভালবাসবে, অন্য কারো প্ররোচনায় হট্টগোল বাঁধাবে না এমন দেশ দেখতে চাই।

খ. আমরা প্রবাসীরা তো সুন্দর বাংলাদেশ দেখার জন্য প্রবাসে এসেছি। দেশে মাস্তানিতে নামিনি, চাঁদাবাজি করিনি। নিজের অর্জিত অর্থ দেশে পাঠাচ্ছি। অবদানতো এভাবেই রাখছি।

গ. দেশের সরকার, বিরোধি দল এবং রাজনতিবিদদের কাছে সুস্থ এবং গঠনমূলক সব কর্মকান্ড আশা করি। দেশ এবং মানুষকে গিনিপিগ ভেবে তাঁদের সহ্য ক্ষমতা যাতে তাঁরা বারবার পরীক্ষা না করেন। তাঁরা যদি বিশ্বাস করেন দেশ জনগণের তাহলে জনকল্যাণ করাই তাঁদের ব্রত হওয়া উচিত।

ঘ. ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটিল বাংলাদেশ গড়তে হলে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকতে হবে দল মত নির্বিশেষে সকলের। একদল কাজে নামবে আরেক দল বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করবে এমন হলে চলবে না। প্রবাসীরাতো বিভিন্ন উপায়েই এখানে ভূমিকা রাখতে পারবে। মেধা, অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা সব কিছু দিয়ে।

মাহফুজুর রহমান রিন্টু। চাকুরি করছেন দক্ষিণ কোরিয়াতে। দেশের জন্য মন কাঁদে তাঁর। স্যাটেলাইটে বাংলাদেশের বিভিন্ন চ্যানেল দেখে দেশ থেকে দূরে থাকার কমতি কিছুটা পুষিয়ে নেন। দেশের মিডিয়াগুলো মানুষের গতানুগতিক রাজ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিয়ে একটি পজিটিভ চেতনার উন্মেষ ঘটাচ্ছে এতে রিন্টু খুশি। আমাদের প্রশ্নের জবাবে রিন্টু বললেন।

ক. এমন একটি দেশ দেখতে চাই যেখানে সবার জানমাল থাকবে হেফাজতে। সৎ মানুষের মূল্যায়ণ হবে। রাজনীতিতে মেধা সম্পন্ন মানুষের আগমন হবে। দেশকে দেখতে চাই একটি সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে।

খ. প্রবাসীরা অবদান রাখতে পারে বিভিন্নভাবে। আমার বিশ্বাস প্রায় সব প্রবাসীই প্রবাসে এসে দেশকে উপলব্ধি করেন বেশি করে। তাঁদের দেশ প্রেমটা তীব্র হয় । দেশের কল্যাণের জন্য নিজের কাছে নিজেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

গ. দেশের সরকার, বিরোধি দল এবং রাজনীতিবিদদের কাছে আকুল আবেদন, নিজেদের স্বার্থে দেশের মানুষকে মুখোমুখি দাঁড় করাবেন না কখনো। বাংলাদেশের মানুষের চাহিদা খুব বেশি নয়। তাঁদের স্বপ্ন পূরণে এবার সবাই নিবেদিত হন।

ঘ. ডিজিটাল বাংলাদেশ যদি এই অল্প সময়ে করতে হয় তবে সবাইকে আরো বেশি সক্রিয় হতে হবে। রাজনৈতিক স্থিথিশীলতা থাকতে হবে। প্রবাসীরা এক্ষেত্রে অবশ্যই তাঁদের সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা রাখবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে কাজে লাগাবে তাঁদের সকল প্রকার অর্জন।